বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
www.bmda.gov.bd

(১) ভূমিকা:

১.১ ভূমিকা: বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলাকে নিয়ে বিএডিসি'র অধীনে "বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)" গ্রহণ করা হয়েছিল। এ প্রকল্পের কার্যক্রম ছিল সেচ কাজের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন, হাজা/মজা পুকুর ও খাল পুনঃখনন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য এলাকায় সড়ক নির্মাণ ও পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণ। ১৯৯২ সালের ১৫ জানুয়ারী রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মোট ২৫টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে "বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)" গঠিত হয় এবং "বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প (বিআইএডিপি)-২য় পর্যায়" অনুমোদিত হয়। এ দুটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন, পরিবেশের ইতিবাচক পরিবর্তন এবং জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ষাটের দশকে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় অঞ্চলে ১২১৭টি অকেজো গভীর নলকুপ সচল করার জন্য ২০০৩ সালে বিএমডিএ'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক বছরের মধ্যে নলকুপগুলো সচল করা হয় এবং এসব এলাকা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের আওতাভূক্ত হয়। কর্তৃপক্ষের কাজের সফলতার ধারাবাহিকতায় নাটোর জেলাসহ বৃহত্তর রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলায়দীর্ঘ দিনের অকেজো ২৪১৫টি গভীর নলকুপ সচলকরণের মাধ্যমে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের সকল জেলায় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে।

১.২ রূপকল্প (Vision): বরেন্দ্র এলাকার উন্নত কৃষি ও কৃষি পরিবেশ।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission) : সেচ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সেচ এলাকা ও আবাদী জমি সম্প্রসারণ, মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বিপণন এবং পরিবেশ উন্নয়নে ফলদসহ অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ।

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

১) ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
২) কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।
৩) কৃষি ভুসম্পদ ব্যবস্থপনার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৪) কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন।
৫) সুশাসন ও সংস্কার মূলক কার্যক্রম জোরদারকরণ।

১.৫ প্রধান কার্যাবলি (Main Functions) :

ক) সেচ কার্যের উদ্দেশ্যে ভূ-পরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের উন্নয়ন এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
খ) কৃষি যান্ত্রিকিকরণ, বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং শস্যের বহুমুখীকরণ;
গ) পরিবেশের ভাসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ;
ঘ) কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সীমিত আকারে সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও রক্ষাবেক্ষণ;
ঙ) সেচযন্ত্র স্থাপন এবং লোকালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহকরণ;
চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন;
ছ) গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

১.৬ সাংগঠনিক কাঠামো (বর্ণনা): বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।

১.৭ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব (কৃষি মন্ত্রণালয়): প্রযোজ্য নয়।

১.৮ অনুবিভাগের কর্মপরিধি ও কর্মরত জনবল (কৃষি মন্ত্রণালয়): প্রযোজ্য নয়।

(২) প্রশাসনিক

২. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থা	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য*
১	২	৩	৪	৬
বিএমডিএ	--	৭৯৬	--	কর্তৃপক্ষে বর্তমানে কর্মরত মোট ৭৯৬ জন জনবল রয়েছে। গ্রেড ১- ১ জন, গ্রেড ৩- ৪জন, গ্রেড ৪- ১৪ জন, গ্রেড ৫- ৪১ জন, গ্রেড ৬- ১ জন, গ্রেড ৯- ৬৩, গ্রেড ১০- ১৬১ জন, গ্রেড ১১- ৭১ জন, গ্রেড ১২- ৭২ জন, গ্রেড ১৩- ৩৯ জন, গ্রেড ১৪- ২৪৫ জন, গ্রেড ১৬- ১ জন, গ্রেড ১৯- ৮৩ জন। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর যাবতীয় ব্যয় কর্তৃপক্ষের আয় হতে নির্বাহ হয়ে থাকে।
মোট	--	৭৯৬	--	

* অনুমোদিত পদের হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

২.২ অন্যান্য জনবল (প্রকল্প, আউট সোর্সিং ইত্যাদি)

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের পদ (প্রেষণ ব্যতিত)	আউট সোর্সিং জনবল	মোট
১	২	৩	৪
--	**--**	**২৭**	**২৭**

* কোন সংলগ্নী ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই।

২.৩ পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি				
৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
---	---	---	---	---

২.৪ নিয়োগ প্রদান

নতুন নিয়োগ প্রদান				
৯ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব	১০ম গ্রেড	১১শ -১৬শ গ্রেড	১৭শ-২০তম গ্রেড	মোট
১	২	৩	৪	৫
---	---	---	---	---

(৩) অডিট আপত্তি (২০২২-২৩ অর্থবছরে অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির বিবরণ):

ক্র: নং	সংস্থার নাম	পূর্ববর্তী বছরের আপত্তির জের	বিবেচ্য বছরে উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট জড়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট বি/এস জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি	
							সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫ (৩+৪)	৬	৭	৮	৯	১০(৫-৮)	১১
১	বিএমডিএ	২৪০	৪১	২৮১	৩৪৭০৩.৪৭	২৮১	৮২	৪৫৬৯.৪৬	১৯৯	৩০১৩২.৪৪
	মোট	২৪০	৪১	২৮১	৩৪৭০৩.৪৭	২৮১	৮২	৪৫৬৯.৪৬	১৯৯	৩০১৩২.৪৪

(৪) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২৩)সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
০৮	--	--	--	--	০৮

(৫) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/ সংস্থার নাম	৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত চলমান মামলার সংখ্যা	সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট চলমান মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বিএমডিএ	১৫৯	---	০৭	০২	১৬৪
	সর্বমোট :	১৫৯	---	০৭	০২	১৬৪

(৬) মানবসম্পদ উন্নয়ন:

৬.১ প্রশিক্ষণ:

ক্র: নং	প্রশিক্ষণ				
	অভ্যন্তরীণ	বৈদেশিক	ইন-হাউজ	অন্যান্য	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	১১৫	---	১৮৭	---	৩০২
মোট	১১৫	---	১৮৭	---	৩০২

৬.৩ উচ্চশিক্ষা

ক্র: নং	প্রতিবেদনাধীন বছরে উচ্চশিক্ষায় প্রেরণ			মোট উচ্চশিক্ষারত		
	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট	এমএস/এমএসসি/এমফিল	পিএইচডি	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	০৪	০৬	১০	০৪	০৬	১০
মোট	০৪	০৬	১০	০৪	০৬	১০

(৭) তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় / সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
৩৩১	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৩৩১

(৮) প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়নের উপরই দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ১৫টি উপজেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল (১৬টি) জেলায় ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনাসহ উন্নত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, মেরামত ও সংরক্ষণ করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বরেন্দ্র অঞ্চলের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণসহ কার্যক্রম আরো বেগবান হওয়া প্রয়োজন।

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

কার্যাবলি	অগ্রগতি	
	২০২২-২৩ অর্থ বছর	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমোপুঞ্জিভুত
খাস খাল/খাড়ি পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	১৫৬.০০	২৩০৮.৮২
খাস পুকুর পুনঃখনন (টি)	৪৯৬	৪০৯৬
বিল পুনঃখনন (টি)	৪	৬
পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ (টি)	৮	৭৫৬
নদীতে পন্টুন স্থাপন (টি)	--	১১
খননকৃত পাতকূয়া সোলার সিষ্টেম স্থাপন (টি) ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন (কিলোওয়াট)	৩২ (১২৮ কিলোওয়াট)	৬১১ (১৪৯০ কিলোওয়াট)
সেচযন্ত্রে (LLP) সোলার সিষ্টেম স্থাপন (টি) ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন (কিলোওয়াট)	৬২ (৯৩০ কিলোওয়াট)	২৯৩ (৪৩৯৫ কিলোওয়াট)
নদী, খাল ও পুকুর পাড়ে এলএলপি স্থাপন (সোলার+বিদ্যুৎ) (টি)	১১৩	৭৯৩
অচালু গভীর নলকূপ পুনর্বাসন (টি)	--	৪৩৪০
ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন নির্মাণ (কিঃমিঃ)	৫৪৬.০০	১৩০২৬.৪০
ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ (কিঃমিঃ)	২৫১.২৫	১৩৯৯.২৫
ফিতাপাইপ সংগ্রহ (মিটার)	৩০০০০	৩১৮৬০০
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (মিটার)		৪০৩৫
ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ (টি)	৯	২৬
লাইট কালভার্ট নির্মাণ (টি)		৮
জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (হেক্টর)	২২৫০	৩৬৫০
বীজ উৎপাদন (প্রতি বছর) (মেট্রিক টন)	৫০০	৭৫০০
পাকা সড়ক নির্মাণ (কিঃমিঃ)	--	১১৪৪
বৃক্ষ রোপণ (লক্ষ টি)		০
ফলদ, বনজ ও ঔষধী	২.২৮৫	২৬৩.৪৮৫
তাল বীজ	--	৩৭.৫৪
অপ্রচলিত ফলের চার রোপণ (টি)	১২৫০০০	২৬৩৬২৮
অপ্রচলিত ফসলের বীজ ক্রয় কেজি)	৪০০	১২০২
প্রদর্শণীপ্লট স্থাপন (টি)	১৩	৩৯
কৃষক প্রশিক্ষণ (জন)	৭৬৫	১৫৩১৩৭
গভীর নলকূপ স্থাপন (টি)	--	১১১৮৫
সেচযন্ত্রে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন (টি)	৭০	১৬৩৩২

খাল, পুকুর ও অন্যান্য জলাধার পুনঃখননঃ

সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮টি পানি সংরক্ষণ কাঠামোসহ (ক্রসড্যাম) ১৫৬ কিঃমিঃ খাল, ৪৯৬টি পুকুর, ৩টি দীঘি ও ৪টি বিল পুনঃখনন করে পার্শ্ববর্তী জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৩৫৫০ হেক্টর জমিতে সম্পূরক সেচ প্রদান করে প্রায় অতিরিক্ত প্রায় ১৩২০০ মেট্রিক টন খাদ্যশষ্য উৎপাদন করা হয়েছে।

এলএলপি স্থাপনঃ

সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুনঃখননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে ৫১টি বিদ্যুৎ চালিত ও ৬২টি সৌরশক্তিচালিত মোট ১১৩টি এলএলপি স্থাপন করে অতিরিক্ত প্রায় ২৯৭০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ৬২টি সৌরশক্তিচালিত এলএলপ ‘তে প্রায় ৯৩০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

পাতকূয়া (Dugwell) খননঃ

৩২টি পাতকূয়ায় ভূ-গর্ভস্থ পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ফানেল আকৃতির কাঠামো স্থাপন করে সেখানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে এবং সৌরশক্তি দ্বারা সেগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয় করে প্রায় ৪৮ হেক্টর জমিতে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল যেমনঃ আলু, পটল, মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, পিয়াজ, রসুন, শসা, বেগুন, ছোলা, মসুর ইত্যাদি আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে পানি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। ৩২টি সৌরশক্তিচালিত পাতকূয়াতে প্রায় ১২৮ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসনঃ

মাঠ পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিচালনা করাসহ ফসল উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পুরাতন গভীর নলকূপ পুনর্বাসনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৪০টি এ ধরনের গভীর নলকূপ পুনর্বাসন করে প্রায় অতিরিক্ত ১৪০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রায় ১১০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ ও বর্ধিতকরণঃ

খননকৃত পাতকূয়ায় ১১.৫২ কি.মি. এবং খাল, বিল, দীঘি, পুকুর ও নদীর পাড়ে স্থাপিত এলএলপিতে ৫৪৬ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন নির্মাণ ও ২৫১.২৫ কি.মি. ভূ-গর্স্থ পাইপলাইন সম্প্রসারণ করে সেচের পানির অপচয় রোধ, কৃষি জমির সাশ্রয়সহ সেচ এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে প্রায় অতিরিক্ত ১০৫০০ হেক্টর জমি নিয়ন্ত্রিত সেচের আওতায় এনে প্রায় ৫৫০০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা হয়েছে।

জলাবদ্ধ জমির পানি নিস্কাশন নালানির্মাণঃ

১১টি পানি নিস্কাশন নালা নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ২২৫০ হেক্টর জলাবদ্ধ জমির পানি খালে প্রবেশ করিয়ে তা সেচকাজে ব্যবহারের উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও জলাবদ্ধ জমিতে চাষাবাদ করে ৭৫০০ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

ফুটওভার ব্রীজ ও ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণঃ

জমিতে কৃষকের উৎপাদিত ফসল, কৃষি যন্ত্রাংশ, অন্যান্য মালামালসহ হালকা যানবাহন ও গরু-ছাগল সহজে পারাপারের লক্ষ্যে বিভিন্ন খাল ও পানি নিষ্কাশন নালার উপর ৭টি ফুটওভার ব্রীজ ও ২১টি ক্যাটেলক্রস কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকগণ তাদের উৎপাদিত ফসল সহজে ঘরে নেয়াসহ বাজারজাত করতে সক্ষম হয়েছে।

অপ্রচলিত ফলের চার ফসলের বীজ সরবরাহ ও প্রদর্শণী খামার স্থাপনঃ

অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ১২৫০০০টি ফলের চারা রোপণ ও ৪০০ কেজি ফসলের বীজ সরবরাহ করে বরেন্দ্র এলাকার কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসলের বানিজ্যিক চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এর ফলে কৃষকের আয় বহুগুন বৃদ্ধি পাবে, ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সার্বিক পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। এছাড়া কৃষকদেরকে অপ্রচলিত উচ্চমূল্য ফল ও ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে চিয়াসীড, মিষ্টিভুট্টা, জব, চীনাবাদাম ইত্যাদি মাঠ ফসলের ৫টি; আলুবখারা, তেজপাতা ইত্যাদি মসলা জাতীয় ফসলের ২টি, বেভারেজ জাতীয় ফসল কফি এর ১টি এবং হলুদ বারহী খেজুর, লংগান, পাসিমন, এভোক্যাডো, তাইওয়ানী আম (গ্রীন ও রেড), ড্রাগন ইত্যাদি ফলের ৫টি মোট ১৩টি প্রদর্শণী খামার স্থাপন করা হয়েছে।

সেচযন্ত্রের ব্যবহারঃ

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ১৬২৩১টি সেচযন্ত্র (গভীর নলকূপ ১৫৪৯০টি ও এলএলপি ৭৪১) সেচকাজে ব্যবহার করে রবি/বোরো, আমন ও আউশ মৌসুমে ৫.৭৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ফলে প্রায় ৪৪.২০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়েছে।

বীজ উৎপাদনঃ

৫০০ মেট্রিক টন বিভিন্ন প্রজাতীর ধান ও গম বীজ উৎপাদন করে মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হয়েছে। যা অধিক ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

বনায়নঃ

খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি, বিল ও রাস্থার ধারসহ বিভিন্ন স্থানে ২.২৮৫ লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতীর আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, মেহেগুনি, সেগুন, নিম, অর্জুনসহ ফলদ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে, যা পরিবেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার্থে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে।

কৃষক প্রশিক্ষণঃ

ফসলের বহুমুখীকরণ (Crop diversification), সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ফসল চাষাবাদ, সেচকাজে পাতকূয়ার পানি ব্যবহার পদ্ধতি, AWD পদ্ধতিতে চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে ৭৬৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

অফিস ভবন নির্মাণঃ

দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নাগরিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় ১টি, কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী উপজেলায় ১টি ও উলিপুর উপজেলায় ১টি; দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায় ১টি ও ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় ১টি জোনাল অফিস ভবন এবং দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলায় ১টি গুদামসহ জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সর্বমোট ৬টি জোনাল অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্পক্ষের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন কার্যক্রমের চিত্র

১। দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় খননকৃত দামুয়া খাড়ি

২। দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় খননকৃত গবিন্দপুর রাজুরিয়া খাল

৩। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয় কর্তৃক নটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলায় পুনঃখননকৃত পঁাচবড়াল খাল পরিদর্শন।

৪। জলাবদ্ধতা নিরসনে রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার আলাইকুমারী খাল পুণঃখনন।

৫। রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় ফুটওভার ব্রীজসহ সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ।

৬। রাজশাহী জেলার মোহনপুর উপজেলায় ধুরইল-৮ মৌজার গভীর নলকূপের পাম্প প্রতিস্থাপন ও মেরামত কাজ

৭। রাজশাহী জেলার দূর্গাপুর উপজেলায় ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন বর্ধিতকরণ কার্যক্রম।

৮। ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় স্থাপিত সৌরশক্তিচালিত এলএলপি

৯। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার হাজিনগর বেলহট্টি মৌজায় পুনঃখননকৃত পুকুর পাড়ে বৃক্ষ রোপন।

৯-২। রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় খননকৃত মরাতিস্তা খালের পাড়ে বৃক্ষ রোপণ

১০। দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলায় নব নির্মিত জোনাল দপ্তর ভবন।

১১। নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলায় কফির প্রদর্শণী খামার

১২। রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার বগেরবাড়ী আশ্রয়ন এ কাজুবাদাম বাগান

৯.০ উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সংক্রান্ত

৯.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

(পরিকল্পনা উইং কর্তৃক)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
০৯টি	৪২২.৭৪	৩৫৪.২৭৯২১ বরাদ্দের বিপরীতে (৮৩.৮১%) এবং অর্থ ছাড়ের বিপরীতে (৯৯.৪৮%)	১২ (বারো) টি

উল্লেখ্য যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাজেট-১১ শাখার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ’বি‘ ক্যাটাগরি প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে জিওবি অংশের ১৫ শতাংশ সংরক্ষিত রেখে অনুর্ধ ৮৫ শতাংশ ব্যয় করা যাবে“ এর আলোকে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের মোট জিওবি বরাদ্দের ৮৫ শতাংশের উপর অর্থাৎ ৩৫৯.৩২৯ কোটি টাকার উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী অর্থ ছাড়ের পরিমান ৩৫৬.১৪১২ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৩৫৪.২৭৯২১ কোটি টাকা যা ৮৫% বরাদ্দের ৯৮.৫৯%।

৯.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন ২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি:

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২২-২৩ (কোটি টাকায়)	অগগতি (কোটি টাকায়)			
				চলতি বছর (জুন ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে নাটোর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (অক্টোবর,২০১৯-ডিসেম্বর,২০২৪)	১৯১.২০২৯	৩৮.২৫	৩২.৫০১৯১ ৮৪.৯৭%	১০০%	১০৩.৩৮৯৪২ ৫৪.০৭%	৫১.২৫%
২	পুকুর পুনঃখনন ও ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সেচে ব্যবহার প্রকল্প;(জুলাই,২০১৯-ডিসেম্বর,২০২৩)	১৪৬.৮৭৫	৫৮.০০	৪৯.২৪২৫ ৮৪.৯০	১০০%	১১৫.০১২৫ ৭৮.৩১%	৭৭.৭৪%
৩	ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনেল মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প; (অক্টোবর,২০১৯-ডিসেম্বর, ২০২৪)	২৮৮.১১৬৩	৭০.০০	৫৬.২৯৫১৬ ৮০.৪২%	১০৪.৩৩%	১৩০.০৭২৮ ৪৫.১৫%	৫৯.৬৮%
৪	ভূ-উপরিস্থ পানি উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলায় সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প;(অক্টোবর,২০২০-জুন, ২০২৫)	২৫১.১৪৭৯	৯৯.২০	৮২.৭৪৭৭ ৮৩.৪২%	১০০%	১৩৭.৬৮৭৭ ৫৪.৮২%	৫৯.৬৪%
৫	ভূ-গর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশের সেচ নির্ভর কৃষি ব্যবস্থার দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ সমীক্ষা প্রকল্প; (বিএমডিএ অংশ);(জুলাই,২০২০-জুন, ২০২৩)	০.৪১২২	০.০৭	০.০৫৯১ ৮৪.৪৩%	৮৪.৪৩%	০.৩৯৪৭২ ৯৫.৭৬%	৯৫.৭৬%

৬	সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প; (জানুয়ারী’ ২২ - ডিসেম্বর, ২০২৬)	৩২২.৯৮৭১	৭৪.০০	৬২.৭৬১২৩ ৮৪.৮১%	১০০%	৬২.৭৬১২ ১৯.৪৩%	২৭.৫৭%
৭	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প- ২য় পর্যায় (অক্টোবর,২০২২- জুন, ২০২৭)	২৪৯.৪০০	১৮.০০	১৫.২৮২০৪ ৮৪.৯০%	১০০%	১৫.২৮২০৪ ৬.১৩%	৭.৭৮%
৮	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে সেচ এলাকা ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষামূলক ভাবে ড্রীপ সেচ পদ্ধতির প্রচলন প্রকল্প; (এপ্রিল,২০২২- মার্চ, ২০২৬)	৩২৯.০১৪০	৬০.০০	৫০.৯৯৩০৫ ৮৪.৯৯%	১০০%	৫০.৯৯৩০৫ ৮৪.৯৯%	১৮.১৭%
৯	বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্য অপ্রচলিত ফল ও ঔষধি ফসল চাষাবাদ জনপ্রিয়করণ প্রকল্প;(জুলাই,২০২০- জুন, ২০২৫)	১৭.৩৩৮২	৫.২২	৪.৩৯৬৫৩ ৮৪.২২%	৯৯.৭৮%	৯.২৬০৫৩ ৫৩.৪১%	৫৮.৪৯%

৯.৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
--	--	--	**প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্প নাই**

৯.৪ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকা

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	সংস্থার নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)			প্রকল্প সাহায্যের উৎস
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে সেচ এলাকা ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং পরীক্ষামূলক ভাবে ড্রীপ সেচ পদ্ধতির প্রচলন প্রকল্প	বিএমডিএ	৩২৯০১.৪০	৩২৯০১.৪০	--	জিওবি
২	বরেন্দ্র এলাকায় খালে পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প- ২য় পর্যায়।	বিএমডিএ	২৪৯৪০.০০	২৪৯৪০.০০	--	জিওবি

১০.০ সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ বিষয়ক তথ্য

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	একক	অর্জন (২০২২-২৩)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	সেচ এলাকা সম্প্রসারণ	হেক্টর	৪৩২০০	

১১.০ ইনোভেশন, সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটাল সেবা: ই-সেচ সেবা:

১১.১ ইনোভেশন:

ই-সেচ সেবা এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সেচ সেবা প্রদানে অহেতুক সময় ক্ষেপনের সুযোগ থাকছে না এবং সেবা প্রদান প্রক্রিয়া নিবিড় মনিটরিং এর আওতায় রয়েছে। সেবা প্রাপ্তির জন্য আবেদনের পর সেবাটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং কখন সেবাটি পাওয়া যাবে সেটা সেবাগ্রহিতা যেকোন সময় সরাসরি জানতে পারছেন। সেবাটি প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট জনবলকে নির্ধারিত সময় সীমা উল্লেখসহ দায়িত্ব প্রদান ও মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে, ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট থাকছেন। কৃষক আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে সেচ কৃষি কাজ পরিচালনা করতে পারছেন। অনলাইন প্রক্রিয়ায় অনভ্যস্থ ব্যক্তিদের জন্য সেবা গ্রহনের বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া রয়েছে। কৃষকের অহেতুক হয়রানি হ্রাস ও ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে।

১১.২

স্বল্পসময়ে নষ্ট ট্রান্সফর্মার প্রতিস্থাপন:

উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নষ্ট ট্রান্সফর্মার মেরামতের জন্য অপারেটর কর্তৃক জোন দপ্তরে জমা দেবার পর সেটা রিজিওনাল ওয়ার্কশপে পাঠানো হচ্ছে। রিজিওনাল ওয়ার্কশপে নষ্ট ট্রান্সফর্মার মেরামতের পর রিজিয়ন দপ্তর হতে গ্রুপ এসএমএসের মাধ্যমে প্রতিদিন সকালে মেরামতকৃত ট্রান্সফর্মারের একটি তালিকা জোন দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হচ্ছে। জোন দপ্তর কর্তৃক তাৎক্ষনিকভাবে সংশ্লিষ্ট অপারেটর ও টেকনিশিয়ানকে মেরামতকৃত ট্রান্সফর্মার সরবরাহ ও উত্তোলনের তারিখ জানিয়ে পৃথক এসএমএস করা হচ্ছে। ফলে অপারেটরকে নষ্ট ট্রান্সফর্মার মেরামতের জন্য বারবার অফিসে এসে খোঁজখবর নেবার প্রয়োজন হচ্ছে না। এসএমএস পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে এসে সংশ্লিষ্ট অপারেটর মেরামতকৃত ট্রান্সফর্মারটি নিয়ে যেতে পারছেন। ফলে কৃষকের শ্রমঘন্টা ও ব্যয় সাশ্রয়সহ ভোগান্তি হ্রাস হচ্ছে।

১১.৩ ডিজিটাল সেবাঃ

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেচযন্ত্র অপারেটরদের ভাতা প্রদান:

উদ্ভাবিত উদ্যোগটি বাস্তবায়নের ফলে সেচ যন্ত্রের অপারেটর ভাতা পরিশোধের নিমিত্ত্বে জোন দপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী কর্তৃক স্থানীয় মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা সম্পন্ন ব্যাংকে পৃথক একটি অপারেটর ভাতা প্রদান হিসাব খোলা হয়েছে। একই সাথে জোন দপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি সেচযন্ত্রের অপারেটরগণের মোবাইল নম্বরের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পৃথক পৃথক মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে। জোন দপ্তরের কারিগরী ও হিসাব শাখা হতে অপারেটর বিল প্রস্তুতের পর তৎপরিমান অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অপারেটর ভাতা প্রদান হিসাবে এডভাইস সহ স্থানান্তর করা হয়। প্রেরিত এডভাইসে অপারেটরগণের মোবাইল নম্বরের বিপরীতে প্রাপ্য ভাতার পৃথক বিবরণী দেওয়া হয়। জোন দপ্তর হতে প্রাপ্ত এডাভাইস অনুযায়ী ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের মোবাইল একাউন্টে অপারেটর ভাতার টাকা স্থানান্তর করা হয়। ভাতার টাকার স্থানান্তরের একটি নিশ্চিতকরণ ক্ষুদে বার্তা সংশ্লিষ্ট অপারেটর ও জোন দপ্তরের নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে প্রেরিত হয়ে থাকে। ভাতার টাকা অপারেটরদের মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর হিসাব সংরক্ষণের জন্য ব্যাংক কর্তৃক একটি বিবরণী সংশ্লিষ্ট জোন দপ্তরে প্রেরিত হয়।

অপারেটরগণ তাঁদের সুবিধা অনুযায়ী যে কোন সময় নিকটস্থ মোবাইল ব্যাংকিং এজেন্টের নিকট হতে ভাতার টাকা উত্তোলন করতে পারছেন। সেবাটি বাস্তবায়নের ফলে অপারেটরদের যাতায়াত ভোগান্তি, ব্যয় ও কর্মঘন্টার সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়াও সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পাদনে স্বচ্ছতা থাকায় অপারেটর ভাতা পরিশোধে দুর্নীতির কোন সুযোগ থাকছে না।

১২.০ বিশেষ অর্জন বা স্বীকৃতি: বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন সময়ের কিছু অর্জন বা স্বীকৃতি রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

খরা প্রবণ মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধকল্পে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাপক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। উত্তরাঞ্চলের ১৬ জেলায় এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। অত্র এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ও বাঁধের ধার, পতিত জমিতে, খাল/খাড়ী এবং পুকুর/দিঘীর পাড়ে বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ঔষধী ও ফলদ বৃক্ষ রোপনের ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি স্বরূপ ইতিমধ্যে দুইটি পুরস্কার অর্জন করেছে; ১) প্রথম পুরস্কার-স্বর্ণপদক: বৃক্ষ রোপনে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার-১৯৯২ এবং ২) তৃতীয় পুরস্কার-ব্রোঞ্জপদক: বৃক্ষ রোপনে প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার-১৯৯৭। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থসমূহের মধ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ১ম স্থান অর্জন করে। আবাদি জমি ও সেচের পানি অপচয় রোধে সকল সেচ যন্ত্রের আওতায় ইউপিভিসি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে গ্রামসংলগ্ন স্থাপিত গভীর নলকূপের পার্শ্বে ১টি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণের মাধ্যমে পাইপ লাইনের সাহায্য বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ করা হয়েছে। সেচের ব্যয় হ্রাসকল্পে কৃষকদের মাঝে প্রি-পেইড কার্ডের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে কৃষকগণ সহজে সেচ সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া সহজে সেচ সুবিধা প্রাপ্তির ফলে একাধিক ফসল উৎপাদন হচ্ছে এবং এর ফলে এ এলাকার ফসলের নিবীড়তা ১১৭ থেকে ২৪০ এ উন্নীত হয়েছে।

১৩.০ কৃষিতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি কৃষি। বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতের মাধ্যমে দেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমিতে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক খাদ্য উৎপাদন, ফসল নিবীড়করণ ও বহুমুখীকরণ সহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ জীবনমান উন্নয়নে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সেচ উন্নয়ন এর পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকদের সামাজিক জীবন মান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিগত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১৫.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৯৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে কৃষকগণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নতমানের ধান ও গম উৎপাদন কলা কৌশল, মৎস্যচাষ, বরেন্দ্র এলাকায় উচ্চমূল্যের অপ্রচলিত ফল চাষ প্রভৃতি সম্পর্কে বাস্তব সম্মত জ্ঞান লাভ করে আয় বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছেন।

১৪.০ স্মার্ট কৃষি:

১৪.১ স্মার্ট কৃষি সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন:

১) খরা প্রবন বরেন্দ্র এলাকার পানির অভাবে যখন ফসল উৎপাদন অসম্ভব ছিল তখন বিএমডিএ'র কল্যাণে এ এলাকায় প্রথম সেচের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ইতিপূর্বে কুপন পদ্ধতিতে সেচ সরবরাহ করা হতো। স্মার্ট কৃষির অংশ হিসেবে বর্তমানে ১৫,৪৯০টি গভীর নলকূপ এবং ৭৮১টি এলএলপি সহ সর্বমোট ১৬,২৩১টি সেচযন্ত্র স্মার্ট কার্ট বেসড প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার কৃষক স্মার্ট কার্ড ব্যবহার করে ৫ লক্ষ ৭৬ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ গ্রহণ করে। কৃষকরা স্মার্ট কার্ড প্রথমে নিকটবর্তী মোবাইল ভেন্ডিং ডিলারের নিকট হতে সেচের জন্য কার্ড রিচার্জ করে সেচযন্ত্রের প্রি-প্রেইড মিটারে কার্ড স্থাপন করে তার প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি গ্রহণ করে। পরবর্তীতে সেচের পানির চাহিদা শেষ হলে প্রি-পেইড মিটার হতে কার্ড বের করে নিলে সেচযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়, ফলে অতিরিক্ত পানি ও বিদ্যুৎ অপচয় রোধ হয়।

২) বারিড পাইপ লাইন স্থাপনঃ বিএমডিএ ১৫৪৯০টি গভীর নলকূপ এবং ৭৪১টি এলএলপি সহ সর্বমোট ১৬২৩১টি সেচযন্ত্র স্মার্ট কৃষির অংশ হিসেবে ১৩,৬৬০ কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রতিটি সেচ যন্ত্রের ৬০০ মিটার হতে ১০০০ মিটার নালা রয়েছে এবং সেচের পানি নির্গমনের জন্য ১০টি হতে ১৬টি সেচ নির্গমন মুখ (Outlet) রয়েছে। ফলে স্মার্ট প্রি-পেইড কাড দ্বারা সেচযন্ত্র চালু করার পর দুরবর্তী ৪০০-৬০০ মিটার দুরের জমিতে নির্গমন মুখ দ্বারা তাৎক্ষণিক সেচ গ্রহণ করতে পারছে। এতে পানির অপচয় কম হয়।

৩) সেচ যন্ত্রের অপারেটরের বেতন-ভাতাঃ স্মার্ট কৃষির অংশ হিসেবে সেচযন্ত্রের অপারেটরের বেতন মোবাইল এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদান হয়। ফলে অপারেটরদের বেতনের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। তারা তাদের এলাকাতেই মোবাইলের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। ফলে অপারেটরের সময় অপচয় ও হয়রানী মুক্ত হয়েছে।

১৪.২ ক্লাইমেট স্মার্ট সম্পর্কিত কার্যক্রম:

১) সৌরশক্তির ব্যবহারঃ ফোসিল (Fossil) ফুয়েলের চাপ কমানো এবং কার্বন নিঃসরন কমানোর লক্ষ্যে ২৯৩টি এলএলপি সেচযন্ত্র সোলার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট সেচযন্ত্র সোলার করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২) ভূ-গর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহারঃ বরেন্দ্র এলাকায় কৃষি কাজ মুলত ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করে ক্লাইমেট স্মার্ট সেচের জন্য বিএমডিএ বর্তমানে সেচ কাজে ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের উপর ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে ৩৩৫৭টি পুকুর পুনঃখনন, ২০৬৪ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন এবং ৫৭২টি বিলের জলাবদ্ধতা নিরসন করা হয়েছে। পুনঃখননকৃত খালে পানি সংরক্ষণের জন্য ৭৪৭টি ক্রসড্যাম এবং রাজশাহী পুঠিয়া উপজেলার বারনই নদীতে ০১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। সেচ কার্যক্রমে নদীর পানি ব্যবহারের ফলে বরেন্দ্র এলাকার বিভিন্ন নদীতে ১১টি পন্টুন স্থাপন পূর্বক পার্শ্ববর্তী খালে পানি স্থানান্তর করে বছরব্যপী সেচের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সেচ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ৭৪১টি এলএলপি স্থাপন করা হয়েছে।

৩) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহঃ ক্লাইমেট স্মার্টের অংশ হিসেবে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সহ পানীয় জলের সংকট নিরসনে গ্রামের সন্নিকটবর্তী গভীর নলকূপের সাথে ০১টি ২৫০০০ লিটার ধারণ ক্ষমতার ব্যাংক ট্যাংক নির্মাণ করে ৮০০০ ফিট পাইপের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। এখন পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ১৫৭৯টি খাবার পানি সরবরাহ স্থাপনা বিএমডিএ নির্মাণ করে প্রায় ০৩ লক্ষ পরিবার নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪) মরুময়তা রোধে বৃক্ষ রোপনঃ মরু প্রবল বরেন্দ্র অঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়ন ও মরুময়তা রোধ তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনায়নের লক্ষ্যে রাস্তার ধারে পুনঃখননকৃত পুকুর পাড়ে, খালের পাড়ে ও অন্যান্য সরকারি খাস ভূমিতে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। বিএমডিএ এ পর্যন্ত ০২ কোটি ৫৯ লক্ষ টি বৃক্ষ রোপন করেছে।

৫) কৃষকঃ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার উৎপাদন বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিএমডিএ প্রায় ১,৫১,০৯৭ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

১৫.০ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম :

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **"জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় বরেন্দ্র অঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকায় দীঘি/জলাশয় পুণঃখননপূর্বক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সম্পূরক সেচ প্রদান"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। এর প্রাক্কলিত ব্যয় ২০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার পোরশা ও পত্নীতলা উপজেলায় ২৫.১৬ একরের (১৫.৯৪ ও ৯.২২) ২টি দীঘি/জলাশয় পুনঃখননের কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত আছে। পাশাপাশি ৮০০০টি ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষরোপন করা হবে। ইতোমধ্যে পোরশা উপজেলার দীঘি পুনঃখনন করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হলে একদিকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রায় ৩৫৫ হেক্টর জমিতে আমন ও বোরো চাষে সম্পূরক সেচ প্রদান করা যাবে পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক ভূমিকা রাখা যাবে।

১৬.০ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ক) ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৫০০ কিঃমিঃ খাল/ছোট নদী, ৬০০টি মজা পুকুর/বিল পুনঃখনন এবং রাবার ড্যামসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ;

খ) হার্ড বারিন্দ অঞ্চলে ২০০ টি ডাগওয়েল খনন;

গ) সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রায় ৩৫০০ কিঃ মিঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ/সম্প্রসারণ এবং পানি সাশ্রয়ী আধুনিক সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার;

ঘ) প্রায় ৫০০ টি সোলার সেচযন্ত্র স্থাপনের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ;

ঙ) পদ্মা, মহানন্দা ও আত্রাই নদী হতে পানি সরবরাহ পূর্বক হার্ড বারিন্দ এলাকায় সেচ সম্প্রসারণ;

চ) ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার ৯% থেকে ৩০% উন্নীতকরণ;

ছ) ধানের পরিবর্তে স্বল্প পানি প্রয়োজন হয় এমন ফসল উৎপাদন এবং বোরো ধানের পরিবর্তে আউস ধান চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ;

জ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক পরিমান বিভিন্ন প্রজাতির ফলদ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপণ;

ঝ) খাবার পানির সংকট নিরসনে স্থাপিত গভীর নলকূপ ও পাতকূয়া হতে গ্রামে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং

ঞ) ভূ-গর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণের লক্ষ্যে রিচার্জ ওয়েল স্থাপন।

১৭.০ উপসংহার:

ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু রক্ষনাবেক্ষণ অতিব জরুরী। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে উক্ত কাজটি অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল পুনঃখনন করে সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে বিধায় আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে সেচকাজে ৩০ শতাংশ ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করা ও ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করার পরিকল্পনা কৃষি মন্ত্রণালের রয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যে বিএমডিএ কর্তৃক সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য খননকৃত খাল, পুকুর, দীঘি ও বিল এবং নদীর পাড়ে এলএলপি স্থাপন করে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরবর্তিতেও এধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিএমডিএ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া খড়া প্রবন বরেন্দ্র এলাকায় ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রমও অব্যাহত রাখা হয়েছে।